প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রাপ্তিতে সমস্যার ক্ষেত্রে করণীয়

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে। তাঁর কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ছক ১৩: **অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থাপনা**

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিস্পত্তির সময়সীমা
১	২	৩	৪	৫
১	সংশ্লিষ্ট শাখার প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার সমাধান দিতে না পারলে	পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা। (অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা)	পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা। ফোন নং: +৮৮০ ২২২৬ ৬০৩১৫৭ ই-মেইল: directorlri.dls@gmail.com	০৩(তিন) মাস
২	অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদঅধিদপ্তর,বাংলাদেশ, ঢাকা (আপীলকর্মকর্তা)	মহাপরিচালক. প্রাণিসম্পদঅধিদপ্তর,বাংলাদেশ, ঢাকা ফোন নংঃ +৮৮ ০২-৯১০১৯৩২ ই-মেইল: dg@dls.gov.bd	০১ (এক) মাস

ছক ১৪: সেবা প্রত্যাশী কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই নিন্মোক্ত নিয়ম মেনে চলবেন

ক্রমিকনং	প্রতিশ্রুতি / কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
০১	চাহিদা মোতাবেক কাগজপত্র/ আবেদনফরমজমাদান
০২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয়ফিসপরিশোধকরা
০৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অবস্থান করা
০৪	সেবা গ্রহণে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা বজায়

এছাড়া প্রশাসনিক ভবনের নীচ তলায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে অথবা কোন প্রকার গোপন অভিযোগ অথবা পরামর্শ লিখিতভাবে ‘Complains and Suggestions’ বাক্সে ফেলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৪.২ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবহার নির্দেশিকা ও সেবামূল্য

ক্ষুরা রোগের ভ্যাকসিন (Foot and Mouth Disease Vaccine)

ক্ষুরা রোগ একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগকে অঞ্চলভেদে ক্ষুরাচল, চপচপিয়া বা বাতনাও বলে থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হয়। জ্বর, মুখে ও পায়ে ফোসকাসহ ঘা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে আক্রান্ত বয়স্ক পশুতে মৃত্যুর হার কম হলেও আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যু হার অনেক বেশী। নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান করে রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন: এই ভ্যাকসিনেA, O এবং Asia-1 সেরোটাইপ একত্রে থাকে।
ভ্যাকসিন মাস্টার সিড: লোকাল স্ট্রেইন।
অরিজিন: প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।
ব্যবহারবিধি:

১. গরু/মহিষে ৬ মিলি মাত্রায়, বাছুরে ৩ মিলি মাত্রায় এবং ছাগল/ভেড়ায় ২মিলি মাত্রায় ঘাড়ের চামড়ার নীচে এ ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।
২. মায়ের ভ্যাকসিন দেয়া না থাকলে ১ (এক) মাস বয়সের এবং মায়ের ভ্যাকসিন দেয়া থাকলে ৪ (চার) মাস বয়সের বাছুরে এই ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ প্রয়োগ করতে হয়।
৩. ভ্যাকসিন প্রদানের ২১ দিন পর বুস্টার ডোজ প্রয়োগ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৪. এই ভ্যাকসিন সুস্থ পশুতে ৬ (ছয়) মাস পর পর প্রয়োগ করতে হয়।

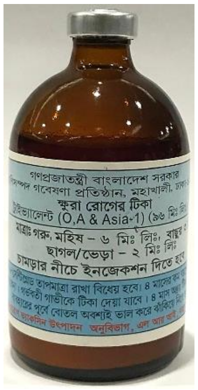

ছবিঃ ক্ষুরা রোগের ভ্যাকসিন

সতর্কতা

১. এ ভ্যাকসিন ২° থেকে ৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নীচের তাপমাত্রায় অথবা সাধারন তাপমাত্রায় (রুম টেম্পারেচারে) সংরক্ষণ করা যাবে না।
২. গর্ভবতী গাভীকে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যাবে। গর্ভবতী গাভীকে ভ্যাকসিন দেয়া থাকলে নবজাতকের এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে যা (চার) মাস বয়স পর্যন্ত বজায় থাকে, ফলে বাছুরের মৃত্যুহার অনেক কমে যায়।
৩. এ ভ্যাকসিনসরবরাহ ও প্রয়োগের সময় অবশ্যই কুলবক্স বা বরফসহ ফ্লাক্স ব্যবহার করতে হবে ।

সরবরাহ:

ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন: প্রতি ভায়ালে গরু/মহিষের জন্য ১৬ মাত্রা এবং ছাগল/ভেড়ার জন্য ৪৮ মাত্রা ভ্যাকসিন।

সেবা মূল্য: ৪০০.০০ টাকা।

তড়কা ভ্যাকসিন(Anthrax Vaccine)

তড়কা *Bacillusanthracis* নামক ব্যাকটেরিয়াজনিত অতি তীব্র ও মারাত্মক ধরনের রোগ। এটি একটি জুনোটিক রোগ। সাধারনত ঘাস বা খড়ের সাথে এ রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। এ রোগের জীবাণু মাটিতে বহু বছর বেঁচে থাকতে পারে। বিশ্বের সকল দেশের গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীরও এ রোগ হতে দেখা যায়। সাধারণত বর্ষাকালের প্রথমদিকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আক্রান্ত পশুর আকস্মিক মৃত্যু, উচ্চ তাপমাত্রায় (১০৪°থেকে ১০৮°ফা.) মৃত্যুর পর নাক-মুখ ও পায়ুপথ দিয়ে কালচে রং-এর রক্ত বের হয়ে আসা এ রোগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

ভ্যাকসিন মাস্টার সিড: F2-34 Sterne Strain

অরিজিন: অস্ট্রেলিয়া

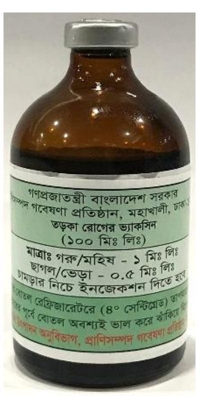

ছবিঃ তড়কা ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি:

১. গরু, মহিষ ও ঘোড়ায় ১মিলি মাত্রায় এবং ছাগল/ভেড়ায় ০.৫ মিলি মাত্রায় ঘাড়ের চামড়ার নীচে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়। ছয় মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সের গরু মহিষে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়।
২. যে সমস্ত এলাকায় Anthrax রোগ হওয়ার ইতিহাস রয়েছে অর্থাৎ Enzootic area-তে নিয়মিতভাবে বছরে ১ বার এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।
৩. সাধারণত এ ভ্যাকসিন প্রয়োগের ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যেই পশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।
৪. ভ্যাকসিন দেওয়া হলে ভ্যাকসিন প্রদানের স্থান ফুলে যেতে পারে এবং জ্বালা-পোড়া হতে পারে।
৫. ছয় মাসের উর্ধ্বে গর্ভবতী গাভীকে ভ্যাকসিন প্রয়োগে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভবনা থাকে বিধায় উক্ত সময়ে ভ্যাকসিন প্রদান না করাই উত্তম।
৬. দুগ্ধবতী গাভীকে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে দু'এক দিনের জন্য দুধের উৎপাদন কিছুটা কমে যায়। অবশ্য পরে আস্তে আস্তে উৎপাদন স্বাভাবিক হয়ে আসে।
৭. আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত ভ্যাকসিন এবং ভ্যাকসিন ভায়াল যথাযথভাবে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

সতর্কতা:

এ রোগের প্রাদুর্ভাব এলাকায় ছাগল/ভেড়ায় ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাগলে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরই বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় লাফালাফি শুরু করে। তাই ছাগল-ভেড়ায় খুব সাবধানে এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে গরু, মহিষ, ঘোড়ার জন্য ১০০ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং ছাগল/ভেড়ার জন্য ২০০ মাত্রার ভ্যাকসিন।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৮০.০০ টাকা।

বাদলা ভ্যাকসিন (Black Quarter/BQ Vaccine)

বাদলা একটি তীব্র প্রকৃতির মারাত্মক সংক্রামক রোগ। কম বয়সে অর্থাৎ ৬ মাস থেকে ৩ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াতে এ রোগ বেশি দেখা যায়। *Clostridium Chauvoei* নামক ব্যকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে এ রোগ বেশি দেখা যায় বলে একে বাদলা রোগ বলে। এ রোগে মৃত্যুর হার খুবই বেশি। পশুর জ্বর হয় এবং উরু, ঘাড়, কাঁধ ও কোমরের আক্রান্ত স্থান ফুলে ওঠে। এ সব স্থানে চাপ দিলে পচ্ পচ্ (cripitating sound) শব্দ হয়। আক্রান্ত স্থানে আস্তে আস্তে পচন ধরে।

ভ্যাকসিন মাস্টার সিড: লোকাল স্ট্রেইন।

অরিজিন: প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।

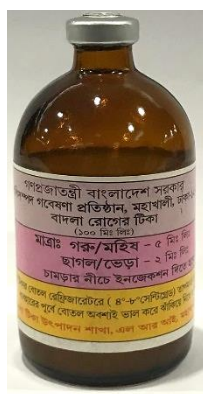

ছবিঃ বাদলা ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি:

১. গরু ও মহিষের ৫মিলি মাত্রায় এবং ছাগল ও ভেড়ায় ২মিলি মাত্রায় গলা বা ঘাড়ের ঢিলা চামড়ার নিচে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়। ৬ মাস থেকে ৩ বছর বয়সী পশুকে বাদলা ভ্যাকসিন দেয়া হয়। ভ্যাকসিন প্রদানের আগে বোতল ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়।
২. ভ্যাকসিন প্রদানের ২ থেকে ৩ সপ্তাহের ভিতর পূর্ণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৬ মাস পর্যন্ত বজায় থাকে তাই ৬ মাস অন্তর অন্তর এ ভ্যাকসিন দিতে হয়। ১ম মাত্রা প্রয়োগের ৪ সপ্তাহ পর ২য় মাত্রা ভ্যাকসিন দিলে দীর্ঘ মেয়াদে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। সেক্ষেত্রে ১ বৎসর অন্তর অন্তর ভ্যাকসিন দিতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে গরু/মহিষের জন্য ২০ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং ছাগল/ভেড়ার জন্য ৫০ মাত্রার ভ্যাকসিন।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৪০.০০ টাকা।

গলাফুলা ভ্যাকসিন (Haemorrhagic Septicaemia /HS Vaccine)

গলাফুলা একটি তীব্র প্রকৃতির রোগ যা গরু এবং মহিষকে আক্রান্ত করে। এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যা *Pasteurella multocida* দিয়ে হয়। এ রোগে মৃত্যুর হার খুবই বেশি। বর্ষাকালে গলাফুলা রোগ বেশি দেখা যায়। পশুর শরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় এ রোগের জীবাণু বিদ্যামান থাকে। কোন কারণে যদি পশু পীড়ন (Stress) এর সম্মুখীন হয় যেমন- ঠান্ডা, অধিক গরম, ভ্রমণ জনিত দুর্বলতা, তখনই এ রোগ বেশি দেখা যায়। সেপ্টিসেমিয়া, উচ্চ তাপমাত্রা, গ্রীবার সম্মুখভাগে এডিমা (স্ফীতি) ও উচ্চ মৃত্যুও হার এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভ্যাকসিন মাস্টার সিডঃ *Pasteurella multocida type- B* লোকাল স্ট্রেইন।

অরিজিনঃ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।

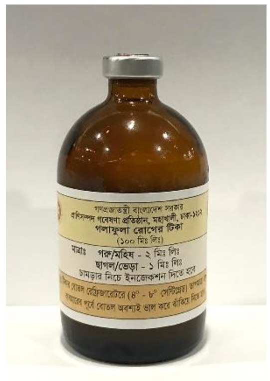

ছবিঃ গলাফুলা ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধিঃ

১. অয়েল এ্যাডজুভেন্ট ভ্যাকসিন সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক (২ বৎসরের উপরে) গরু/মহিষকে ২ মিলি মাত্রায় এবং ছাগল, ভেড়ায় ১ মিলি মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। এনজুটিক (রোগ হবার ইতিহাস রয়েছে এমন) এলাকায় ৬ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সী বাছুরে প্রাপ্তবয়স্ক গরুর অর্ধেক মাত্রায় ভ্যাকসিন দিতে হয়।
২. ভ্যাকসিন প্রয়োগের ২-৩ সপ্তাহ পর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাতে শুরু করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বজায় থাকে। এই ভ্যাকসিন মৃত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুত বিধায় এই ভ্যাকসিনের মাধ্যমে রোগ বিস্তারের কোন সম্ভাবনা নেই।
৩. ভ্যাকসিন প্রয়োগের স্থান ২-৩ দিন পর্যন্ত ফুলে থাকতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ ইনজেকশনের কারণে এই ফুলা বেশ কিছু দিন থাকতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে (শতকরা ১ভাগ পশুতে) এনাফাইলেকটিক (Anaphylactic) শক দেখা দিতে পারে। কোন এলাকায় বা খামারে ভ্যাকসিন প্রয়োগের পূর্বে কিছু সংখ্যক গবাদিপশুকে ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর ২৫-৩০ মিনিট অপেক্ষা করে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা শ্রেয়। যদি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাহলে এন্টিএলার্জিক ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।
৪. অয়েল এ্যাডজুভেন্ট ভ্যাকসিন বেশ ঘন হওয়ায় এই ভ্যাকসিন প্রদানে মোটা বোরের নিডিল ব্যবহার সুবিধাজনক।

সরবরাহঃ প্রতি ভায়ালে গরু/মহিষের জন্য ৫০ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং ছাগল/ভেড়া/বাছুরের জন্য ১০০ মাত্রার ভ্যাকসিন।

সেবা মূল্যঃ প্রতি ভায়াল ৫০.০০ টাকা।

জলাতংক ভ্যাকসিন (Rabies Vaccine)

জলাতংক বা র‍্যাবিস (Rabies) মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগে আক্রান্ত প্রাণির গলবিলের পেশী অবশতার কারণে জল গ্রহণে অসুবিধাজনিত ভীতির সৃষ্টি হয় বলে রোগটিকে বাংলায় জলাতংক বলে। আক্রান্ত প্রাণীর উন্মত্ততা, আক্রমণাত্মক ভাব, অবশতা, ফ্যারিঞ্জিয়াল প্যারালাইসিস ও মুখ দিয়ে লালা ঝরা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লক্ষণ প্রকাশপ্রাপ্ত আক্রান্ত প্রাণীর মৃত্যুর হার শতভাগ। আক্রান্ত/পাগলা কুকুর, বিড়াল, গবাদিপশু, শিয়াল, বানর, বেজি, বাদুড় ইত্যাদির কামড়ে এ রোগ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে সংক্রমিত হয়। আক্রান্ত প্রাণীর লালায় জলাতংক রোগের ভাইরাস থাকে। সময়মত প্রতিষেধক ভ্যাকসিন ব্যবহার করলে এ রোগটি শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সাধারণত পোষা বা বেওয়ারিস কুকুর, বিড়াল, বেজি, বানরের কামড়ের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়, তবে প্রায় ৯৫% ক্ষেত্রে কুকুরের কামড়ে মানুষ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। তাই এ সকল প্রাণীকে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন প্রদান করা অতীব প্রয়োজন।

ভ্যাকসিন মাস্টার সিডঃ ফ্লারি স্ট্রেইন।

অরিজিনঃ Pasteur Institute, Paris (WHO)

ভ্যাকসিনের প্রকারভেদ ও ব্যবহার বিধিঃ দুই প্রকার-যথা ১) এইচইপি (HEP: High Embryo Passage) ভ্যাকসিন গবাদিপশু, বিড়াল, বানর, বেজী ইত্যাদি প্রাণীতে ব্যবহৃত হয় এবং ২) এলইপি (LEP: Low Embryo Passage) ভ্যাকসিন শুধুমাত্র কুকুরে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ তিন মাস বা উর্ধ্ব বয়সী কুকুরকে এই ভ্যাকসিন দেয়া হয়। মায়ের ভ্যাকসিন দেয়া থাকলে বাচ্চাতে ৬ মাস পর্যন্ত মাতৃ-এন্টিবডি থাকে যা প্রতিষেধক

হিসেবে কাজ করে। মায়ের ভ্যাকসিন না দেয়া থাকলে ২ মাস বয়সে এইচইপি (HEP) ও ৪ মাস বয়সে এলইপি (LEP) ভ্যাকসিন দিতে হয়। সুস্থাবস্থায় নিয়মিত এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।

প্রজাতি ও বয়স ভেদে ভ্যাকসিনের নাম, মাত্রা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রাণীর নাম	ভ্যাকসিনের নাম	উয়স	পরিমাণ	প্রয়োগের স্থান	প্রতিরোধ কাল এবং পরবর্তী মাত্রা
কুকুর	এলইপি (LEP)	৩ মাসের উর্ধ্বে	৩ মিলি	মাংসপেশীতে	১ বছর অন্তর
কুকুরের বাচ্চা	এইচইপি (HEP)	৩ মাসের নিচে	১.৫ মিলি	মাংসপেশীতে	১-২ মাস পরে LEP ভ্যাকসিন দিতে হবে
বিড়াল/বেজি/বানর	এইচইপি (HEP)	২ মাসের উর্ধ্বে	১.৫ মিলি	মাংসপেশীতে	১ বছর অন্তর
ছাগল/ভেড়া	এইচইপি (HEP)	৩ মাসের উর্ধ্বে	১.৫ মিলি	মাংসপেশীতে	১ মাস পর বুস্টার ডোজ, ১ বছর অন্তর
গরু	এইচইপি (HEP)	পূর্ণবয়স্ক	৩ মিলি	মাংসপেশীতে	১ মাস পর বুস্টার ডোজ, ১ বছর অন্তর
বাছুর	এইচইপি (HEP)	৩ মাসের পর	১.৫ মিলি	মাংসপেশীতে	১ মাস পর বুস্টার ডোজ, ১ বছর অন্তর

জলাতংক ভ্যাকসিনের সাথে প্রদত্ত ডাইল্যুয়েন্ট মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। ভায়াল বায়ুশূণ্য থাকে বিধায় সিরিঞ্জের সাহায্যে কিছু বাতাস ভায়ালে ঢুকিয়ে নিলে সুবিধা হয়। ভ্যাকসিন অবশ্যই মাংসে প্রয়োগ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই চামড়ার নিচে প্রয়োগ করা যাবে না।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং সাথে ৫ এমএল ডাইল্যুয়েন্ট।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৫০.০০ টাকা।

পিপিআর (Peste des Petits Ruminants/PPR Vaccine)

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং প্রাদুর্ভাব এলাকায় শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ছাগল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে ভেড়াও আক্রান্ত হয়, তবে ভেড়ার চেয়ে ছাগল বেশি সংবেদনশীল। আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুর হার শতকার ৫০ খেকে ৮০ ভাগ। বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই এর প্রাদুর্ভাব দেখে যায়। সব বয়সের ছাগল আক্রান্ত হতে পারে, তবে এক বছর পর্যন্ত বয়সের ছাগলে মৃত্যুহার বেশি। উচ্চ তাপমাত্রা, পাতলা পায়খানা (ডায়রিয়া), পানিস্বল্পতা, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, মুখে ঘা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: লোকাল (শহীদ টিটো) স্ট্রেইন এবং নাইজেরিয়া ৭৫/১।

অরিজিন: বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা এবং CIRAD।

ছবিঃ পিপিআর ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি: প্রতি ভায়াল ভ্যাকসিনসরবরাহকৃত ১০০ এমএল ডাইল্যুয়েন্টের সাথে মিশ্রণের পর ছাগল/ভেড়াকে ১ এমএল করে ঘাড়ের চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়। মিশ্রণের পূর্বে সরবরাহকৃত ডাইল্যুয়েন্ট ১০-১২ ঘন্টা ৪°থেকে ৮°সেলসিয়াসতাপমাত্রায় ঠান্ডা করে নিতে হবে। মায়ের ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে ৩ মাস বয়সের ছাগল/ভেড়াকে এ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। তবে মায়ের ভ্যাকসিন দেওয়া না থাকলে ২ মাস বয়সের ছাগল/ভেড়াকেও এ ভ্যাকসিন দেয়া যায়, সেক্ষেত্রে ৬ মাস বয়সে পুনরায় (বুস্টার) ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়। গর্ভাবস্থায় এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যাবে, তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । এই ভ্যাকসিনের কার্যকাল কমপক্ষে ১ বছর। আক্রান্ত ছাগল/ভেড়াকে বা আক্রান্ত এলাকায় এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যাবে না।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং সাথে ১০০ এমএল ডাইল্যুয়েন্ট।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৭০.০০ টাকা।

ছাগলের বসন্ত ভ্যাকসিন (Goat Pox Vaccine)

গোট পক্স একটি ভাইরাসজনিত রোগ। গোট পক্স মৃদু ও মারাত্মক প্রকৃতির হয়ে থাকে। আক্রান্ত ছাগলের লোমবিহীন ত্বকে বিশেষ করে ঠোঁট, নাক, লেজের নীচে এবং ওলানে গুটি দেখা দেয়। এ রোগে ছাগলের উচ্চ তাপমাত্রা (জ্বর), শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, লোমহীন ত্বকে প্রধানত নাকের বহির্ভাগে (মাজল), মুখগহ্বরে ও ওলানের আশেপাশে ক্ষত দেখা দেয়। এ রোগে ছাগলের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চা ছাগলের মৃত্যুর হার অত্যধিক। সুপ্তিকাল ২ থেকে ১৪ দিন।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: লোকাল স্ট্রেইন।

অরিজিন: বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

ছবিঃ ছাগলের বসন্ত ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি: প্রতি ভায়ালে ভ্যাকসিন ১০০ মিলি ডাইল্যুয়েন্টের সাথে মিশ্রণের পর পশুকে ১ মিলি করে চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং সাথে ১০০ এমএল ডাইল্যুয়েন্ট।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৭৫.০০ টাকা।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৭০.০০ টাকা।

লাম্পি স্কীন ডিজিজ ভ্যাকসিন (LSD)

লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) হলো গরুর একটি ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ, যা Capripoxvirus দ্বারা সংঘটিত হয়। এটি প্রধানত গরুর ত্বকে গুটি বা গাঁটা সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিকভাবে গবাদিপশু খামারিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: লোকাল স্ট্রেইন।

অরিজিন: বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

ছবিঃ লাম্পি স্কীন ডিজিজ ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি: প্রতি ভায়ালে ভ্যাকসিন ১০ মিলি থাকে এবং পশুকে ২ মিলি করে চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ৫ মাত্রা ভ্যাকসিন

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ২৫০.০০ টাকা।

মারেক্স ভ্যাকসিন (Marek's Vaccine)

মারেক্স ডিজিজ (Marek's Disease) মোরগ-মুরগির একটি লিমফো প্রোলিফারেটিভ (Lympho-proliferative) রোগ। পেরিফেরাল স্নায়ু, যৌন গ্রন্থি, আইরিস, বিভিন্ন অঙ্গ, পেশী ও ত্বকে এককেন্দ্রীক কোষের অনুপ্রবেশ (Infiltration) এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পেরিফেরাল স্নায়ুতে এককেন্দ্রিক কোষের অনুপ্রবেশের কারণে স্নায়ু স্ফীত হয়ে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে। তাই এ রোগকে ফাউল প্যারালাইসিস বলা হয়।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: এইচভিটিএফসি-১২৬ (HVTFC-126) strain,সেরোটাইপ-৩।

অরিজিন: ইংল্যান্ড।

ছবিঃ মারেক্স ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি: ২০০ মিলি ডাইল্যুয়েন্টের সাথে মিশ্রণের পর ০.২ মিলি করে মাথার ঠিক পিছনে ঘাড়ের চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হবে। ১ (এক) দিন বয়সের মুরগির বাচ্চাকে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০০ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং সাথে ২০০ মিলি ডাইল্যুয়েন্ট।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৪০০.০০ টাকা।

বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন (Baby Chick Ranikhet Disease Vaccine)

মোরগ-মুরগির সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত রোগ বা নিউক্যাসেল ডিজিজ (Newcastle Disease) ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগের জীবাণু আক্রান্ত বাচ্চা মোরগ-মুরগির শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ করে। পরিপাকতন্ত্র আক্রান্তের ফলে মোরগ-মুরগি সাদা চুনের ন্যায় অথবা সবুজ বর্ণের পাতলা মল ত্যাগ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ৩ থেকে ৬ দিন।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: লেন্টোজেনিক এফ (F) স্ট্রেইন।

অরিজিন: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ।

ছবিঃ বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি: প্রতি ভায়ালে ০.৫ মিলিভ্যাকসিন হিমশুষ্ক অবস্থায় থাকে। এ ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য ৬ মিলি পরিশ্রুত পানি, জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার পাত্র, সিরিঞ্জ-নিডিল ও আইড্রপার প্রয়োজন হয়। পানির তাপমাত্রা২°থেকে ৮°সেলসিয়াস হওয়া বাঞ্চনীয়। সিরিঞ্জের সাহায্যে ৬ এমএল পরিশ্রুত পানির কিছুটা অংশ নিয়ে ভ্যাকসিনের ভায়ালে প্রবেশ করাতে হবে। ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য ভায়াল ধীরে ধীরে নাড়তে হবে এবং পুরো মিশ্রণটি সিরিঞ্জে

টেনে নিতে হবে। অতঃপর তা অবশিষ্ট পরিশ্রুত পানির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত আই ড্রপারের সাহায্যে মিশ্রিত ভ্যাকসিন নিয়ে মুরগির বাচ্চার চোখে দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, বাচ্চা ঢোক গিললে বুঝা যাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যেকোন চোখে ১ (এক) ফোঁটা করে ভ্যাকসিন দিতে হবে। এই ভ্যাকসিনের রং সবুজ। সাধারণতঃ ৪ হতে ৭ দিন বয়সের মুরগির বাচ্চার চোখে প্রথমেভ্যাকসিন প্রয়োগ করা উত্তম। কারণ, এক্ষেত্রে মাতৃ-এন্টিবডি দ্বারা ভ্যাকসিনের ভাইরাস নিউট্রালাইজ (নিষ্ক্রিয়) হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। প্রথম ভ্যাকসিন প্রয়োগের ১৪ দিন পর অর্থাৎ ১৮ থেকে ২১ দিন বয়সে এই ভ্যাকসিন একইভাবে পুনরায় প্রয়োগ করতে হয়। এই ভ্যাকসিনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এ সময়ের পরে বড় মুরগির রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০ মাত্রা

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ২৫.০০ টাকা।

মুরগির রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন (Ranikhet Disease Vaccine)

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: মেসোজেনিক মুক্তেশ্বর এম (M) স্ট্রেইন।

অরিজিন: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)।

ব্যবহারবিধি:

১. প্রতি ভায়ালে ০.৩ মিলি ভ্যাকসিন হিমশুষ্ক অবস্থায় থাকে। প্রতি ভায়ালে ১০০ মাত্রা ভ্যাকসিন থাকে। এই ভ্যাকসিনের রং সাদা।
২. ভ্যাকসিনের মিশ্রণ তৈরির জন্য জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার ঢাকনাযুক্ত পাত্র, সিরিঞ্জ, নিডিল ও পরিশ্রুত পানি প্রয়োজন। পানির তাপমাত্রা ২°থেকে ৮°সেলসিয়াস হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমে পাত্রে ১০০ মিলি পরিশ্রুত পানি মেপে নিতে হবে। তারপর সিরিঞ্জের সাহায্যে ১০০ এমএল থেকে কিছু পরিশ্রুত পানি ভায়ালে ঢুকিয়ে নিতে হবে। ভ্যাকসিন পুরোপুরি গুলানোর জন্য ভায়ালটি আস্তে আস্তে নাড়তে হবে। ভ্যাকসিন পুরোপুরি গুলে গেলে উক্ত মিশ্রণটি সিরিঞ্জে ভরে নিয়ে পাত্রের অবশিষ্ট পরিশ্রুত পানির সাথে মিশাতে হবে। ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য পাখির পায়ের মাংসল জায়গা থেকে কিছু পালক সরিয়ে ১ মিলিভ্যাকসিন মাংসে প্রয়োগ করতে হবে।

ছবিঃ মুরগির রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন

৩. ২ মাস বা ততোধিক বয়স্ক মুরগিকে এই ভ্যাকসিন দিতে হবে। এই ভ্যাকসিনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৬ মাস স্থায়ী হয়। তাই ৬ মাস অন্তর অন্তর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।
৪. ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় যদি কোন মোরগ-মুরগি ককসিডিওসিস, এসপারজিলোসিস, গামবোরো, কৃমি বা অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত থাকে তাহলে রোগ থেকে আরোগ্যলাভের পর পুনরায় রাণীক্ষেত রোগের ভ্যাকসিন প্রদান করতে হয়। কারণ উপরোক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত হওয়ার ফলে মোরগ-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
৫. সুস্থ মোরগ-মুরগিকেই কেবল এই ভ্যাকসিন দিতে হবে। খামারে রাণীক্ষেত রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত মোরগ-মুরগিকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না, তখন আক্রান্ত মোরগ-মুরগি আলাদা করে ফেলতে হবে। যে সমস্ত মোরগ-মুরগি রাণীক্ষেত রোগ দেখা দেয়নি সেগুলিকে নিয়মমাফিক ভ্যাকসিন দিতে হবে। অসুস্থ মোরগ-মুরগির সংস্পর্শে আসা সুস্থ মোরগ-মুরগির দেহে জীবাণু লুকিয়ে থাকার ফলে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও এরা আক্রান্ত হতে পারে। তবে যে সব মোরগ-মুরগির দেহে লুকানো জীবাণু নেই তাদের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রদানের ফলে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০ মাত্রা।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ২৫.০০ টাকা।

ফাউল পক্স ভ্যাকসিন (Fowl Pox Vaccine)

ফাউল পক্স মোরগ-মুরগির ভাইরাসজনিত একটি রোগ। আক্রান্ত মোরগ-মুরগির ঝুঁটি, কানের লতি, পা, পায়ের আঙ্গুল এবং পায়ুর চার পাশে বসন্তের মত ফুসকুড়ি দেখা দেয়। চোখের চারপাশে এই ক্ষত সৃষ্টির ফলে চোখ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এই রোগে বাচ্চা মোরগ-মুরগি বয়স্ক মোরগ-মুরগি অপেক্ষা বেশি সংবেদনশীল।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিডঃ বোডেট (Beaudette) স্ট্রেইন।

অরিজিনঃ মালয়েশিয়া।

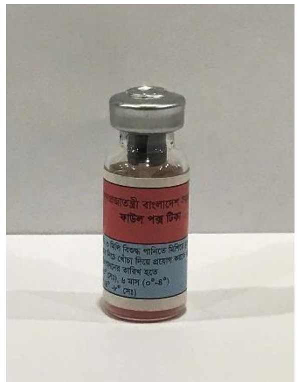

ছবিঃ ফাউল পক্স ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধিঃ

১. প্রথমে ভ্যাকসিনের ভায়ালে ৩ মিলি পরিশ্রুত পানি নিয়ে ভাল করে মিশাতে হবে। এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য বিশেষ ধরনের সুঁচ (Bifurcated Needle) বা বিকল্প হিসেবে ইনজেকশনের সুচের অর্ধাংশ ডুবিয়ে ৩০ দিন বা তদুর্ধ্ব বয়সী মোরগ-মুরগির পাখার ত্রিকোণাকৃতি পালক/লোমবিহীন স্থানের চামড়ায় একাধিকবার খুঁচিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।
২. এই ভ্যাকসিন আজীবনের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে। মাতৃ-এন্টিবডি বাচ্চায় সঞ্চারিত হয়।
৩. এই ভ্যাকসিন জীবনে একবার প্রয়োগই যথেষ্ট।

সরবরাহঃ প্রতি ভায়ালে ২০০ মাত্রা

সেবা মূল্যঃ প্রতি ভায়াল ৫০.০০ টাকা।

পিজিয়ন পক্স ভ্যাকসিন (Pigeon Pox Vaccine)

পিজিয়ন পক্স কবুতরের একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগের সুপ্তিকাল ৪ থেকে ২০ দিন। মাথা ও ঝুঁটিতে ফুসকুড়ি সৃষ্টি প্রধান লক্ষণ। অনেক সময় মুখগহ্বর, খাদ্যনালী, শ্বাসনালীতে ডিপথেরিক লিশন দেখা যায়। বাচ্চা কবুতরের ক্ষেত্রে খাবার খেতে না পারার জন্য মৃত্যু হার ৯০% থেকে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিডঃ পিজিয়ন পক্স ভাইরাস লোকাল স্ট্রেইন।

অরিজিনঃ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।

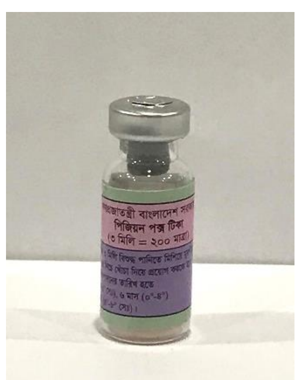

ছবিঃ পিজিয়ন পক্স ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধিঃ এই ভ্যাকসিন ৩ থেকে ৭ দিন বয়সী বাচ্চা মুরগি ও ৭ দিন বা তদুর্ধ্ব বয়সী কবুতরে প্রয়োগ করা হয়। এই ভ্যাকসিনের অন্যান্য ব্যবহার বিধি ফাউল পক্স ভ্যাকসিনের অনুরূপ।

সরবরাহঃ প্রতি ভায়ালে ২০০ মাত্রা।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৪০.০০ টাকা।

হাঁস-মুরগির কলেরা ভ্যাকসিন (Fowl Cholera Vaccine)

হাঁস-মুরগির কলেরা গৃহপালিত ও বন্য পাখির একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। পাস্তুরেলা মাল্টোসিডা টাইপ-এ *(Pasteurella multocida type -A)* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটি মূলত আক্রান্ত পাখি থেকে সুস্থ পাখিতে অথবা আক্রান্ত বা বাহক পাখির মল ও অন্যান্য নিঃসরণ দ্বারা পানি ও খাদ্য দূষণের মাধ্যমে অন্য সুস্থ পাখিতে ছড়ায়। উচ্চ আক্রান্তের হার ও অধিক মৃত্যু এবং সবুজ বা হলুদ ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সব বয়সী পাখি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবে বয়স্ক পাখি অধিক সংবেদনশীল।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: লোকাল স্ট্রেইন।

অরিজিন: প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।

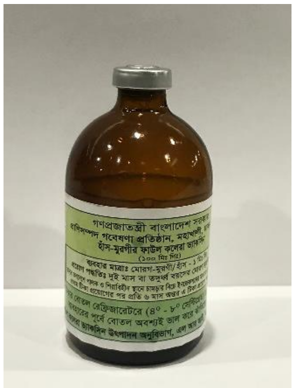

ছবিঃ হাঁস-মুরগির কলেরা ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি: অয়েল এ্যাডজুভেন্ট ভ্যাকসিন ২ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সী হাঁস-মুরগিকে চামড়ার নীচে ১ মিলি করে প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম ভ্যাকসিন প্রয়োগের ১৫ দিন পর বুস্টার ডোজ, এরপর ৬ মাস অন্তর অন্তর ভ্যাকসিন দিতে হয়। ভ্যাকসিনে অয়েল এ্যাডজুভেন্ট থাকে বিধায় তা মাংসপেশীতে প্রয়োগ করলে মাংস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে হাঁস-মুরগি খোঁড়া হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও অল্প বয়স্ক হাঁস-মুরগিতে (২ মাস বয়সের নীচে) প্রয়োগ করলে অনেকক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই ভ্যাকসিন কোন অবস্থায়ই শূন্য ডিগ্রি (০°) সেলসিয়াস বা তার নীচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে না।

সংরক্ষণ: ২°থেকে ৮°সেলসিয়াস।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০ মাত্রা।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৫০.০০ টাকা।

সালমোনেলোসিস/ফাউল টাইফয়েড ভ্যাকসিন (Salmonellosis/Fowl Typhoid Vaccine)

সালমোনেলোসিস/ফাউল টাইফয়েড গৃহপালিত মোরগ-মুরগির একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। এ রোগ তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী (Chronic) প্রকৃতির হয়ে থাকে। তীব্র প্রকৃতির রোগে মোরগ-মুরগির উচ্চ তাপমাত্রা ও হঠাৎ মৃত্যু হয়। দীর্ঘমেয়াদে (Chronic) মোরগ-মুরগির খাদ্য গ্রহণে অনিহা, ঝুঁটি বিবর্ণ হওয়াসহ সবুজ বা হলুদ বর্ণের ডায়রিয়া দেখা দেয় যা মলদ্বারের আশেপাশের পালকে লেগে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত পাখির ওজন ও ডিম উৎপাদন দ্রুত কমে যায়। আক্রান্ত মোরগ-মুরগির মল, দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ পাখিতে রোগ সংক্রমিত হয়। বাহক মুরগির ডিমের মাধ্যমে বাচ্চাতে এ রোগের সংক্রমণ হয়।

ভ্যাকসিন সিড: সালমোনেলা গেলিনেরাম-এর ফিল্ড স্ট্রেইন LRI 49 (SG) ও 9R স্ট্রেইন।

অরিজিন: প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।

ছবিঃ সালমোনেলোসিস/ফাউল
টাইফয়েড ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি: ৬ সপ্তাহের উর্ধ্ব বয়সী মোরগ-মুরগিতে প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। ১ম ডোজের ৩০ দিন পর বুস্টার ও পরে ৬ মাস অন্তর নিয়মিত ভ্যাকসিন দিতে হয়। গলার চামড়ার নিচে ০.৫ মিলি করে ইনজেকশন দিতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ২০০ মাত্রা ভ্যাকসিন।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ২৪০.০০ টাকা।

গামবোরো ভ্যাকসিন (Infectious Bursal Disease- IBD Vaccine)

গামবোরো রোগ (Infectious Bursal Disease) মোরগ-মুরগির ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সাধারণতঃ ৩ থেকে ৮ সপ্তাহ বয়সী মোরগ-মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগে মোরগ-মুরগির বাচ্চা আক্রান্ত হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আক্রান্ত মোরগ-মুরগির কোচকানো পালক, অবসন্নতা, ময়লাযুক্ত পায়ুস্থান, উচ্চ তাপমাত্রা, কাঁপুনি ও পানির মতো ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড: বিএইউ ৪০৪ (BAU-404) স্ট্রেইন।

অরিজিন: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

ছবিঃ গামবোরো ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি:

১. ৫০ মিলি ডাইল্যুয়েন্টের সাথে মিশ্রণের পর ১ ফোঁটা চোখে প্রয়োগ করতে হয়।
২. সাধারণতঃ ১০ থেকে ২১ দিন বয়সে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়। (৭ দিন পর পুনরায় প্রয়োগ করতে হয়), তবে মাতৃ-এন্টিবডির টাইটারের উপর নির্ভর করে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা উত্তম।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০০ মাত্রা ভ্যাকসিন এবং সাথে ৫০ মিলি ডাইল্যুয়েন্ট।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ২৫০.০০ টাকা।

ডাকপ্লেগ ভ্যাকসিন(Duck Plague Vaccine)

ডাকপ্লেগ হাঁসের একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত হাঁসের ছানা ৩-৪ দিনের মধ্যে মারা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা, কিছু ক্ষেত্রে পানির মত ডায়রিয়া, চোখে পিচুটি লেগে থাকা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটা, প্যারালাইসিস এবং মৃত্যুর পর হাঁসের পুরুষাঙ্গ বাইরে বের হয়ে আসা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে আক্রান্ত হাঁসের মৃত্যুর হার প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ।

ভ্যাকসিনের মাস্টার সীডঃ দেশীয় (Local) স্ট্রেইন।

অরিজিন: প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।

ছবিঃ ডাকপ্লেগ ভ্যাকসিন

ব্যবহারবিধি:

১. ছোট কাঁচের ভায়ালে ১০০ মাত্রা ভ্যাকসিন থাকে। ভ্যাকসিন ব্যবহারের জন্য পরিশ্রুত পানি, জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার ঢাকনাযুক্ত পাত্র এবং সিরিঞ্জ-নিডিল প্রয়োজন হয়।
২. জীবানুমুক্ত পাত্রে ১০০ মিলি পরিশ্রুত পানি মেপে নিতে হয়। অতঃপর এই পানি থেকে কিছু পানি সিরিঞ্জের সাহায্যে ভায়ালে প্রবেশ করাতে হয়। ভায়ালের ভ্যাকসিন ভালভাবে গুলে গেলে এই মিশ্রণ পাত্রে রক্ষিত পরিশ্রুত পানির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। মিশ্রিত ভ্যাকসিন হাঁসের বুকের মাংসে ১ মিলি করে দিতে হয়। ৩ সপ্তাহ বয়সের হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম ভ্যাকসিন দিতে হয়। প্রথম ভ্যাকসিন দেয়ার ২১তম দিনে বুস্টার ডোজ দিতে হয়।
৩. ছয় মাস পর্যন্ত এই ভ্যাকসিনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই ৬ মাস পর পর এই ভ্যাকসিন দিতে হয়।
৪. খামারে রোগ দেখা দিলে সুস্থ হাঁস আলাদা করে এই ভ্যাকসিন দিতে হয়।
৫. ভ্যাকসিন মিশ্রিত করার ২ ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহ: প্রতি ভায়ালে ১০০ মাত্রা ভ্যাকসিন।

সেবা মূল্য: প্রতি ভায়াল ৫০.০০ টাকা।

৪.৩ এক নজরে ভ্যাকসিন সংরক্ষণের তাপমাত্রা এবং সেবা মূল্য (প্রতি ভায়াল)

ছক ১৫: ভ্যাকসিন সংরক্ষণের তাপমাত্রা এবং সেবা মূল্য

ক্রমিক নং	ভ্যাকসিনের নাম	সংরক্ষণ তাপমাত্রা	মেয়াদ	প্রতি ভায়ালে ভ্যাকসিনের মাত্রা	ব্যবহারবিধি	সেবা মূল্য (প্রতি ভায়াল)	মন্তব্য
গবাদিপশুরভ্যাকসিন							
০১	ক্ষুরারোগ	২° থেকে৮°C	৬ মাস	১৬	গরু/মহিষ- ৬ মিলি চামড়ার নীচে বাছুর- ৩ মিলি চামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া- ২ মিলিচামড়ার নীচে	৪০০/-	১ম ভ্যাকসিন ৪ মাস বয়সে ৬ মাস অন্তর

০২	তড়কা	২° থেকে৮°C	৬ মাস	১০০	গরু/মহিষ/ঘোড়া- ১ মিলি চামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া- ০.৫ মিলি চামড়ার নীচে	৮০/-	১ম ভ্যাকসিন ৬ মাস বয়সে ১ বছর অন্তর
০৩	বাদলা	২° থেকে৮°C	৬ মাস	২০	গরু/মহিষ- ৫ মিলিচামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া- ২ মিলিচামড়ার নীচে	৪০/-	১ম ভ্যাকসিন ৬ মাস- ৩ বছর বয়সী প্রাণিতে, ৬ মাস অন্তর
০৪	গলাফুলা	২° থেকে৮°C	৬ মাস	৫০	গরু/মহিষ- ২ মিলি চামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া- ১ মিলি চামড়ার নীচে	৫০/-	১ম ভ্যাকসিন ২ বছর বয়সে, ৬ মাস অন্তর। এনজুটিক এলাকায় ৬ মাস বয়সী বাছুরে অর্ধেক মাত্রায়।
০৫	পিপিআর	-২০°C ২° থেকে৮°C	২ বছর ৬ মাস	১০০	ছাগল/ভেড়া- ১ মিলি চামড়ার নীচে	৭০/-	১ম ভ্যাকসিন ৩ মাস বয়সে ১ বছর অন্তর। মায়ের ভ্যাকসিন না দেয়া থাকলে বাচ্চায় ২ মাস বয়সে ১ম ডোজ, ৬ মাসে বুস্টার ডোজ।
০৬	ছাগলের বসন্ত	-২০°C ২° থেকে৮°C	১ বছর ১ মাস	১০০	ছাগল/ভেড়া- ১ মিলি চামড়ার নীচে	৭৫/-	২ মাস বা তদুর্দ্ধ বয়সী ছাগল/ভেড়ায় ১ বার
০৭	এল এস ডি	-২০°C ২° থেকে ৪°C	১ বছর ১ মাস	৫	গরু/মহিষ- ২ মিলি চামড়ার নীচে	২৫০/-	৩ মাস বা তদুর্দ্ধ বয়সী বাছুর থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাণীতে প্রদান করা যাবে
হাঁস-মুরগির ভ্যাকসিন							
০৮	বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত (বিসিআরডিভি)	-২০°C -৫° থেকে০°C ২° থেকে৮°C থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	১ বছর ৬ মাস ১ মাস ১ দিন	১০০	যেকোন এক চোখে- ১ ফোঁটা	২৫/-	১ম ভ্যাকসিন ৪-৭ দিন বয়সে, ১৪ দিন পর বুস্টার ডোজ
০৯	বড় মুরগির রাণীক্ষেত (আরডিভি)	-২০°C -৫°Cথেকে০°C ২° থেকে৮°C থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	১ বছর ৬ মাস ৪ মাস ১ দিন	১০০	মাংসে - ১ মিলি	২৫/-	১ম ভ্যাকসিন ২ মাস বয়সে ৬ মাস অন্তর
১০	ফাউল পক্স	-২০°C -৫° থেকে০°C	১ বছর ৫ মাস	২০০	পালকের চামড়ায় খুঁচিয়ে	৫০/-	৩০ দিন বা তদুর্দ্ধ বয়সী বাচ্চায় ১ বার
১১	পিজিয়ন পক্স	-২০°C -৫° থেকে০°C	১ বছর ৫ মাস	২০০	পালকের চামড়ায় খুঁচিয়ে	৪০/-	৩-৭ দিন বয়সী মুরগি/কবুতরে ১ বার
১২	হাঁস-মুরগির কলেরা	২° থেকে৮°C	৬ মাস	১০০	চামড়ার নীচে - ১ মিলি	৫০/-	১ম ভ্যাকসিন ২ মাস বয়সে, ৬ মাস অন্তর
১৩	সালমোনেলোসিস / ফাউল টাইফয়েড	২° থেকে৮°C	৬ মাস	২০০	চামড়ার নীচে - ০.৫ মিলি	২৪০/-	১ম ভ্যাকসিন ৪৫ দিন বয়সে, ১ মাস পর বুস্টার ডোজ, ৬ মাস অন্তর
১৪	গামবোরো	-২০° থেকে০°	১ বছর	১০০০	যেকোন এক চোখে - ১ ফোঁটা	২৫০/-	১ম ভ্যাকসিন ১০-২১ দিন বয়সে, ৭ দিন পর বুস্টার

১৫	ডাকপ্লেগ	-২০°C -৫° থেকে ০°C থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	১ বছর ৬ মাস ১ দিন	১০০	বুকের মাংসে - ১ মিলি	৫০/-	১ম ভ্যাকসিন ২১-৩০ দিন বয়সে, ২১ দিন পর বুস্টার ডোজ, ৬ মাস অন্তর
১৬	মারেক্স	-২০°C	১ বছর	১০০০	চামড়ার নিচে - ০.২ মিলি	৪০০/-	১ দিন বয়সে
১৭	জলাতংক (LEP)	-২০°C ২° থেকে ৮°C	১ বছর ৬ মাস	১ মাত্রা	কুকুর - ৩ মিলি মাংসে	৫০/-	১ম ভ্যাকসিন ৩ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সে, ১ বছর অন্তর
১৮	জলাতংক (HEP)	-২০°C ২° থেকে৮°C	১ বছর ৬ মাস	১ মাত্রা	কুকুরের বাচ্চা, বাছুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, বানর- ১.৫ মিলি, গরু- ৩ মিলি মাংসে	৫০/-	মা প্রাণিকেভ্যাকসিন না দেয়া থাকলে ১ম ভ্যাকসিন ২ মাস বয়সী বাচ্চাকুকুরকে, পরে ৪ মাস বয়সে (LEP)

৪.৪ ভ্যাকসিনের গুনগতমান অক্ষুন্ন রাখতে করণীয়

১. তরল এবং হিমশুষ্ক উভয় প্রকার ভ্যাকসিন পরিবহন করতে বরফ/আইস ব্যাগসহ ফ্লাস্ক বা কুলবক্স ব্যবহার করুন। সঠিকভাবে ভ্যাকসিন সংরক্ষণ, পরিবহন এবং সময়মতো প্রয়োগ না করা ভ্যাকসিন অকার্যকর হওয়ার অন্যতম কারণ।

২. সরবরাহকৃত তরল ভ্যাকসিনসমূহ রেফ্রিজারেটরে ২° - ৮°সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। এই ভ্যাকসিন শুন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে না। হিমশুষ্ক ভ্যাকসিনসমূহ শুন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচের তাপমাত্রায় বা বরফপাত্রে সংরক্ষণ করুন।

৩. হিমশুষ্ক ভ্যাকসিনসমূহে সরবারহকৃত ডাইল্যুয়েন্ট (ভ্যাকসিনের দ্রবণ) এবং যে সকল ভ্যাকসিনের সাথে ডাইল্যুয়েন্ট সরবরাহ করা হয় না সেগুলোর ক্ষেত্রে বাজারে প্রাপ্ত ডিস্টিল্ড ওয়াটার (পরিশুদ্ধ পানি) ব্যবহার করুন।

৪. হিমশুষ্ক ভ্যাকসিনসমূহ একবার ডাইল্যুয়েন্ট বা ডিস্টিল্ড ওয়াটারে মিশ্রিত করার পর ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ ভ্যাকসিন ব্যবহার শেষ করুন। ভায়ালে অব্যবহৃত ভ্যাকসিন সংরক্ষণ করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

৫. ভ্যাকসিন প্রয়োগের পূর্বে সিরিঞ্জ, সূচ ও আনুসঙ্গিক পাত্রসমূহ জীবানুমুক্ত করে নিন।

৬. ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর ভ্যাকসিনের অব্যবহৃত অংশ, ভায়াল, ক্যাপ, রাবার স্টপার, একবার ব্যবহার উপযোগী সূচ মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

৭. আপনার সুস্থ-সবল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করুন।

৮. ভ্যাকসিন প্রয়োগের এক থেকে দুই সপ্তাহ পূর্বে আপনার গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাবেন।

৫. প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর অধনিস্থ প্রতিষ্ঠানসমুহ এবং অধনিস্থ প্রতিষ্ঠানসমুহের সেবাসমূহ

লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (LRI), মহাখালী, ঢাকা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং টিকাদান কার্যক্রমের উন্নয়নে এই ইনস্টিটিউট প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এলআরআই-এর অধীনস্থ বেশ কয়েকটি উপ-প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, উৎপাদন, বিশ্লেষণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ক. বায়োলজিকস অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, প্রাণিসম্পদ গবেষনা প্রতিষ্ঠান, কুমিল্লা ঃ

টিকাসহ অন্যান্য বায়োলজিক্যাল পণ্য উন্নয়ন ও উৎপাদন এবং গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ভ্যাকসিন উৎপাদন করন থাকে। এছাড়াও গবেষণার মাধ্যমে নতুন ভ্যাকসিন ও প্রতিষেধক তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ।

বায়োলজিকস অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, প্রাণিসম্পদ গবেষনা প্রতিষ্ঠান, কুমিল্লা এর জনবল সংক্রান্ত তথ্য-

পদের নাম	সংস্থানকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শুন্য পদ